দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষা-০৯ এর ফলাফল

মো. জুয়েল মোল্লা

গত ২৬ মে প্রকাশিত হল দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হিসাবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষাকে ঘিরে সব সময়ই বাড়তি একটি টেনশন কাজ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে। সেই ভীতিকে জয় করে বড়রকমের চমকই দেখিয়েছে আগামী দিনের দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরা। গত বছরের তুলনায় এবার যেমন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল বেশী তেমনি বেড়েছে সর্বোচ্চ সফলতা পাওয়া GAP-5 প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও। এসএসসি পরীক্ষার এ ফলাফল যেমন আন্দোলিত করেছে বহু অভিভাবক ও শিক্ষককে, তেমনি আন্দোলিত করেছে দেশবাসীকে। সামগ্রিকভাবে এবারের রেজাল্ট যেমন শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর নামিয়ে এনেছে কেউ পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

৭০.৮৯ শতাংশ পাসের রেকর্ড আর জিপিএ ৫+ পাওয়ার। এ সংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমান প্রজন্মের মেধার সাক্ষ্যই বহন করছে। এসএসসি রেজাল্ট-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন।

এক নজরে ১০ বোর্ড

বোর্ড	মোট শিক্ষার্থী	পাসের সংখ্যা	জিপিএ ৫
ঢাকা	২৩৯৫৬৬৮	১৬৫৫৭০	১৯০৮৬
যশোর	১০৬২৬৪	৭২২৭১	৪৭৬৭
সিলেট	৩৭৪০৮	২৯৪৪৩	১৮৯৬
কুমিল্লা	৮৮০৩১৪	৬৪২৬৬	৪২০২
বরিশাল	৪৮৪৯৫	৩১৮২৬	১৬৮৮
রাজশাহী	১১৩৭৭৯	৬৬৪৫৭	৪৪৭৪
দিনাজপুর	১০২১০১	৬৪৯১৩	৫২৯২
মাদ্রাসা	১৮৫৭২৬	১৫৯৪৪৪	১৬৩০৯
কারিগরি	৫৫৬৮৩৪	৪০৭২১০	৬৪

২০০৯ সালের সেরা বোর্ড : এবারের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ১০টি বোর্ডের মধ্যে পাসের হারের দিক থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দেশ সেরা। শতকরা ৮৫.৮৫% পাস করে এই সেরা স্থান অধিকার করেছে মাদ্রাসা বোর্ড। আর জিপিএ-৫-এর দিক থেকে সারা দেশে শ্রেষ্ঠ হয়েছে ঢাকা বোর্ড। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯০৮৬ জন।

১০ বোর্ডের সেরা ১০ প্রতিষ্ঠান : জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলো হল- ঢাকা বোর্ডে ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ১ হাজার ১৪৬ জনের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮৮৭ জন।

চট্টগ্রাম বোর্ডে প্রথম হয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। এখানে ৪৫৭ জন পাস করেছে। তারমধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৪৬ জন। বরিশাল বোর্ডে জিপিএ-৫-এর দিক থেকে এগিয়ে আছে বরিশাল জেলা স্কুল। দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডে সেরা হয়েছে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল। মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে এবার প্রথম হয়েছে ডেমরার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা। সিলেট বোর্ডে জিপিএ-৫ এর দিক থেকে এগিয়ে ব্লু-বার্ড হাই স্কুল। কুমিল্লা বোর্ডে সেরা স্কুল হয়েছে কুমিল্লা জেলা স্কুল। যশোর বোর্ডে এগিয়ে আছে যশোর বালিকা বিদ্যালয়।

ছেলেরা এবারও এগিয়ে : এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সম্মিলিত ফলাফলে ছেলেরা এগিয়ে। এবছর পাসের হার শতকরা ৭০.৮৯। ছেলেরা পাস করেছে ৭৩.১৩%। অপরদিকে মেয়েরা পাস করেছে ৬৮.৪১%। উল্লেখ্য যে বিভাগভিত্তিক ফলাফলে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে এগিয়ে আছে মেয়েরা।

ক্যাডেট কলেজগুলোর অভাবনীয় সাফল্য : চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ক্যাডেট কলেজগুলো অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ১২টি ক্যাডেট কলেজের ৯টিতেই শতভাগ জিপিএ-৫ পেয়েছে এবং সব কটি থেকেই জানা গেছে শতভাগ পাসের খবর।

রাজধানীর সেরা ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ফলাফলের দিক থেকে রাজধানীর সেরা স্কুলসমূহ (১) ভিকারুননেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (২) মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ (৩) মনিপুর হাইস্কুল, মিরপুর (৪) মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, (৬) মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা (৬) একে হাইস্কুল ডেমরা (৭) রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ (৮) উত্তরা হাইস্কুল (৯) মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১০) ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

> **মাদ্রাসা শিক্ষার অপপ্রচারের জবাব**
>
> ফলাফলে সকল বোর্ডের শীর্ষে অবস্থানই প্রমাণ করে মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ হয় না। দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সকল বোর্ডের শীর্ষে অবস্থানই প্রমাণ করে এখানে জঙ্গি প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। বরং এখানে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন বেশী হয় বিধায় শিক্ষার্থীরা সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শীর্ষ অবস্থান তৈরী করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করলো তারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের থেকে মেধাবী ও ভালো। পাশাপাশি তাদের মধ্যে দেশপ্রেম পরমতসহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও ত্যাগের যে গুণাবলী আছে তা অন্যদের মধ্যে তেমন নেই বিধায় তাদের উপর জঙ্গিবাদের অপবাদ দেয়া অযৌক্তিক ও অন্যায়।

সেরা সিলেট বোর্ড : বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর এসএসসি পরীক্ষায় এবারই সবচেয়ে ভালো ফল করেছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। গত ২৬ মে পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী এবছর বোর্ডের মোট পাসের হার ৭৮.৭১%। যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী।

সবচেয়ে কম পাসের হার : রাজশাহী বোর্ডের অধীন চলতি বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার সবচেয়ে কম। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৫৮.৪১%। সারাদেশে যেখানে ৭০.৮১%। কিন্তু গত বছর ছিল ঠিক এর বিপরীত চিত্র। তবে রাজশাহী বোর্ডের সচিব ও পরীক্ষকরা শোনালেন আশার কথা। তারা বলেন, আগামীতে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরাও ঈর্ষণীয় ফল করবে বলে আমরা আশা প্রকাশ করি।

অনেক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ অনিশ্চিত

এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েও কাঙ্ক্ষিত কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী। এ বছর রেকর্ড পরিমাণ ৬২ হাজার ৩০৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। সারা দেশের ভাল কলেজগুলোতে এত আসন নেই। ভাল কলেজের আসন সংখ্যা মাত্র ২০ হাজার। ফলে ভাল কলেজে ভর্তি নিয়েই এখন উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, দেশে ২৫০টি সরকারী কলেজসহ মোট কলেজের সংখ্যা ৩ হাজার। এতে আসন সংখ্যা ৪ লাখ ৬৩ হাজারের মত। আর পাস করেছে ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭৮ জন। এরফলে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তির সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হবে। আর তুলনামূলক খারাপ জিপিএ অর্জনকারীদের জন্য এ সংকট হবে আরও ভয়াবহ। তাই ভর্তি নিয়ে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ যথারীতি থাকছেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। তবে এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মধ্যমসারির ফলাফলকারীরা অবশ্য সুবিধাজনক স্থানে থাকবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। কেননা এবারও গ্রামাঞ্চল থেকে মধ্যমসারির জিপিএ অর্জনকারীদের জন্য শহর পর্যায়ের কলেজগুলোতে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করতে হবে।

বিদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের পাসের হার : বিদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাসের হার ৯৫.৬৭। সৌদিআরব, লিবিয়া, কাতার, আবুধাবী ও বাহরাইনে অবস্থিত ১০টি স্কুল থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় ২৫৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ৭৪ জন জিপিএ-৫সহ পাস করেছে ২৪৩ জন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ভাল ফলাফলের জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি আরো জানান, এসএসসিতে ভাল ফলাফল করেও অনেক শিক্ষার্থী ভাল কলেজে ভর্তির সযোগ পায় না। এই সমস্যা সমাধানে আমরা আন্তরিক। ইতোমধ্যে আমরা ঢাকা শহরের ভাল কলেজের প্রিন্সিপালদের সাথে বৈঠক করেছি। প্রয়োজনে ডাবল শিফট চালু করার চিন্তা-ভাবনা সরকারের রয়েছে। অতি তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কথা : সারাদেশের মধ্যে সেরা ভিকারুননেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল রোকেয়া আকতার বলেন- মেয়েরা স্কুলের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সারা বছরের কষ্ট চেষ্টা আর আত্মত্যাগের প্রতিদান দিয়েছে ছাত্রীরা। তিনি আরও বলেন- ভিকারুননেসা নূন স্কুলের নিজস্ব পাঠদান পদ্ধতি শিক্ষকদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও আত্মত্যাগ আর ছাত্রীদের কঠোর অধ্যবসায় আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে রোকেয়া আকতার জানান, আমি এটার পক্ষে, এতে ভয় পাবার কিছু নেই। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আতংকিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরো ভাল ফলাফল করবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল শাহান আরা বেগম বলেন, বছরের শুরুতে সঠিকভাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরী করা এবং প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় অভিভাবকদের ডেকে এনে সতর্ক করে দেয়া হয়। এই পরীক্ষায় কেউ ফেল করলে তাকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয় না। সর্বোপরি শিক্ষক ও অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময়ই মূল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। যার ফল আমাদের আজকের এই সফলতা।

সচেতন নাগরিক ও দেশবাসীর প্রত্যাশা মেধাবী মুখের এই হাসি যেন বিলীন হয়ে না যায়। এরা যেন ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে আবারও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে। তবে এই মেধাবীদের ভর্তির জন্য যেখানে সুযোগ আছে সেখানে সেকশন বাড়িয়ে সমস্যা সমাধান করা যায়। তবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অবশ্যই দরকার।